ভোরের কাগজ

৬৭

তারিখ … … JAN.-18.2000 …
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬ …

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

গাজীপুর

২৪-০১-২০০০ ইং তারিখে অনুষ্ঠেয় ১৯৯৮ সালের অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষা সম্পর্কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে অধ্যায়নরত ডিগ্রী পাস, অনার্স ও মাস্টার্সের ছাত্রছাত্রীদের বৃহত্তর শিক্ষা স্বার্থ এবং অভিভাবকদের কথা বিবেচনায় এনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সের পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করে থাকে। সেশন জট নিরসন তথা শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের অমূল্য সময় এবং অর্থ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যেই ঘন ঘন পরীক্ষা গ্রহণ করে সমগ্র পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল, নিয়মানুগ ও গতিশীল করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পরীক্ষা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে উন্নত হয়েছে। দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল ইত্যাদি সত্ত্বেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবারেও পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করে পরীক্ষার্থীদের দুর্দশা লাঘবসহ তাদের অমূল্য শিক্ষা সময় রক্ষাকল্পে যে উদ্যোগ নিয়েছে তা দেশের শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল মহল বিশেষ করে অভিভাবক সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় দৈনিকসমূহের একাংশে অনার্স পার্ট-৩/৯৮ পরীক্ষার সময়সূচী নিয়ে কিছু পরীক্ষার্থীর আপত্তি উল্লেখসহ উক্ত পরীক্ষার তারিখ পুনঃনির্ধারণের সংবাদের পাশাপাশি পরীক্ষার তারিখ না পিছানোর স্বপক্ষেও চিঠিপত্র কলামে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন চিঠি প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গোচরে এসেছে। উল্লেখ্য, অনার্স পার্ট-৩ এই পরীক্ষার তারিখ ইতোপূর্বেও ২ বার পিছানো হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ বক্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও অভিভাবকমণ্ডলী নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, একটি পরীক্ষার তারিখ পিছানো হলে পরবর্তী সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এর অপরিহার্য ও অনিবার্য প্রভাব পড়ার কারণে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার স্বার্থ অবশ্যই ব্যাহত হবে এবং স্বভাবতই পুরো একাডেমিক ক্যালেন্ডারই এর দ্বারা বিঘ্নিত হবে। এখানে লক্ষ্যণীয়, বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকগণ উক্ত পরীক্ষার তারিখ না পিছানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর ক্রমাগতভাবে অনুরোধ জানিয়ে আসছেন। ২৫ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র গুটিকয়েক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা পিছানোর জন্য দাবী জানাচ্ছে। পক্ষান্তরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষার তারিখ আদৌ না পিছানোর স্বপক্ষেই পত্রপত্রিকায় জোরালো ভাষায় চিঠিপত্র লিখছে। এছাড়া অনার্স কোর্সে পাঠদানকারী ১৩১টি কলেজের মধ্যে যে মাত্র ৪/৫টি কলেজের কিছুসংখ্যক পরীক্ষার্থী তারিখ পিছানোর বা পুনঃনির্ধারণের পক্ষে, সেসব কলেজগুলির কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পিছানো সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো আবেদন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেননি।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, দেশ-বিদেশের সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরীক্ষা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোনো পরীক্ষায় অকৃতকার্য অথবা আশানুরূপ ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ ছাত্রছাত্রীরা অব্যবহিত পর পরবর্তী পরীক্ষায়ই অংশ নিয়ে থাকে এবং সেক্ষেত্রে সেমিস্টার অথবা শিক্ষাবর্ষও স্বভাবতই এক থাকে না বা থাকার কথা নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মাত্র হাজার দুয়েকের বেশী হবে না, এমন সংখ্যক ছাত্রছাত্রীরাই পরীক্ষার তারিখ পিছানোর কথা বলছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংগত কারণেই শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদেরকে সন্তানতুল্য বিবেচনা করে এবং তাদের শিক্ষা স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। পূর্বে উল্লিখিত পরীক্ষার তারিখ পিছানো বা পুনঃনির্ধারণের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের জন্য কোনরূপ কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় মনে করে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষার্থীদের স্বার্থেই যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে একাডেমিক ক্যালেন্ডার streamline করা তথা শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের ন্যায়ানুগ স্বার্থ ও কল্যাণ নিশ্চিত করার মহতী উদ্যোগে সম্ভাব্য সর্ব প্রকার সহযোগিতা প্রদানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছে।

প্রফেসর বিনয় রতন বড়ুয়া
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

ডিজি- ৩২/২০০০(৮″×৩)